গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ শাখা
www.fisheries.gov.bd

নম্বর : ৩৩.০২.০০০০.১২১.১৫.০০১.১৯.৮৬ তারিখ : ১৫ /০৪/২০২৫ খ্রি.

বিষয় : শুষ্ক মৌসুমে হাওড় অঞ্চলের জলাভূমিতে মা মাছ রক্ষাসহ মাছের উৎপাদন ও প্রজননের পরিবেশ রক্ষার্থে এবং অবাধে ও অপরিকল্পিতভাবে মাছ নিধন বন্ধের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০/০৩/২০২৫ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৭.৯৯.০০৩-৫৩ সংখ্যক স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শুষ্ক মৌসুমে হাওড় অঞ্চলের জলাভূমিতে মা মাছ রক্ষাসহ মাছের উৎপাদন ও প্রজননের পরিবেশ রক্ষার্থে এবং অবাধে ও অপরিকল্পিতভাবে মাছ নিধন বন্ধের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য গত ১০/০৩/২০২৫ তারিখ জনাব ফরিদা আখতার, মাননীয় উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এঁর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনাতমতে ।

১৫/০৪/২০২৫
(বরুন চন্দ্র বিশ্বাস)
উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
ফোন: ০১৭১৫৫৭৬৮৯১

উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা/ সিলেট বিভাগ, সিলেট/
ময়মনসিংহ বিভাগ,ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা ।

নম্বর : ৩৩.০২.০০০০.১২১.১৫.০০১.১৯.৮৬/১(৫) তারিখ : ১৫/০৪/২০২৫ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২। উপপরিচালক,ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন, মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন,ঢাকা (পত্রটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার/ব্রাহ্মণবাড়িয়া/নেত্রকোণা/কিশোরগঞ্জ।
৪। সহকারী পরিচালক (স্টাফ অফিসার), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

১৫/০৪/২৫
(ইসফাত আরা মিশু)
সহকারী পরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮০৬৫৩
ই-মেইল: jalmahaldof@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ শাখা
www.mofl.gov.bd

শুষ্ক মৌসুমে হাওড় অঞ্চলের জলাভূমিতে মা মাছ রক্ষাসহ মাছের উৎপাদন ও প্রজননের পরিবেশ রক্ষার্থে এবং অবাধে ও অপরিকল্পিতভাবে মাছ নিধন বন্ধের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য ১০/০৩/২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ফরিদা আখতার
মাননীয় উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

তারিখ : ১০/০৩/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সময় : সকাল ১১.০০ টা

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, মৎস্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

23 MAR 2025

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা "পরিশিষ্ট-ক' তে সন্নিবেশিত করা হলো

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সূচনা বক্তব্যে তিনি বলেন, সম্প্রতি সুনামগঞ্জ জেলার ৩টি উপজেলা এবং কিশোরগঞ্জ জেলার ১টি উপজেলাসহ মোট ১৬টি জলমহালে অবাধে ও অপরিকল্পিতভাবে মাছ শিকারের ঘটনার মূল কারণ কী, কারা এর সাথে জড়িত, এই ধরণের কর্মকান্ডের মাধ্যমে হাওড়ের মৎস্য সম্পদসহ সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যের উপর কতটা প্রভাব পড়তে পারে এবং এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে ভবিষ্যতে কী ধরণের পূর্বপ্রস্তুতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সকল বিষয় পর্যালোচনান্তে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে এ সভা আহ্বান করা হয়েছে।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক চট্টগ্রাম বিভাগ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সিলেট জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিরাই, সুনামগঞ্জ এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষার্ধে এবং মার্চের শুরুতে অপরিকল্পিত মাছ শিকারের প্রেক্ষাপট ও কারণসমূহ উপস্থাপন করেন। তারা জানান,

- ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে উন্নয়ন স্কীমের আওতায় ২০ একরের উর্ধ্বে যে সকল জলাশয় ৬ বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে সেগুলো পূর্ববর্তী ইজারা মূল্যের চেয়ে ২৫% বৃদ্ধির কথা থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রে ১০০-২০০% পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রতিযোগিতা করে থাকে। ফলে জলমহালের প্রকৃত উন্নয়ন না করে রাজস্ব ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অর্থ্যাৎ শুধু মাছ আহরণ করেই রাজস্বের টাকা উঠানোতে ব্যস্ত হয়ে যায় ইজারাদার। তাছাড়া, নীতিমালা অনুযায়ী উন্নয়ন স্কীমের আওতায় ইজারাপ্রাপ্তরা মৎস্যজীবী। তবে, বাস্তব পরিস্থিতি হলো, ইজারাপ্রাপ্তদের পর্যাপ্ত আর্থিক সংগতি না থাকায় প্রত্যেক জলমহাল ইজারা গ্রহণের পিছনে এক বা একাধিক প্রভাবশালী মহাজন/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সম্পৃক্ততা রয়েছে যারা ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী হওয়ায় দীর্ঘ অনেক বছর যাবৎ প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের অধীনে জলমহালের লিজ নিয়ন্ত্রণ করেছে। উপরন্তু, বন্যায় যখন হাওর ভেসে যায় তখন তারা শুধু তাদের ইজারাকৃত জলমহাল নয় এমনকি এর চেয়ে অনেক বেশী এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং এর ফলে কোন মৎস্যজীবী ও সাধারণ জনগণ হাওড়ে কোনো সময়েই মাছ ধরতে পারে না। ফলশ্রুতিতে, হাওড়ের পার্শ্ববর্তী সাধারণ জনগণ এবং মৎস্যজীবীদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত ক্ষোভ ও অসন্তোষ রয়েছে ;

- যে সকল উন্নয়ন স্কীম দাখিল করা হয় তাতে মৎস্য অফিসারের কারিগরি মতামত নেওয়া হয় না । তদুপরি, স্কীম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত মনিটর করা হয় না। যদিও নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রয়েছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করতে হবে;

- প্রায় প্রতি বছরই পুরাতন লীজ শেষ হওয়া এবং নতুন লীজ প্রদানের মধ্যবর্তীকালীন শুষ্ক মৌসুমে বিলের পার্শ্ববর্তী মৎস্যজীবী এবং সাধারণ মানুষ দ্বারা এ ধরণের ছোটখাটো ঘটনা ঘটে। এ বছর যেহেতু ইজারাপ্রাপ্ত ক্ষমতাশালী এবং প্রভাবশালী মহাজনরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাপের মধ্যে রয়েছে অথবা পলাতক রয়েছে সেহেতু যারা প্রকৃত মৎস্যজীবী হওয়া স্বত্ত্বেও জলমহালের ইজারা পায়নি কিংবা ইজারা বর্হিভূত জলমহালে মাছ ধরতে পারেনি তারা

বর্তমান শুষ্ক মৌসুমে হাওড়ের পানি কমে যাওয়ার সুযোগে সকলে একযোগে মাছ ধরেছে। তবে, সেচের মাধ্যমে বা অবৈধ উপকরণ দিয়ে মাছ ধরার তথ্য পাওয়া যায়নি;

- কিছু কিছু বিল দূর্গম উপজেলায় (সুনামগঞ্জের দিরাই ও শাল্লা) অবস্থিত যা জেলা/উপজেলা প্রশাসন হতে দূরবর্তী এবং দুর্গম হওয়ায় ঐ সকল বিলের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে কিছু কিছু ইন্ধনদাতা ব্যক্তি অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য পিছন হতে অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধ করছে;

- সিলেট, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৌলভীবাজার জেলায় প্রতিবছর বিলের পার্শ্ববর্তী স্থানীয় জনগণ একত্রে উৎসব মুখর পরিবেশে নিজস্ব উপকরণ দিয়ে বিল থেকে মাছ ধরে একে পোলো/বাওয়া উৎসব বলে। এটা তাদের সংস্কৃতির অংশ। শুষ্ক মৌসুমে বিলের পানি কমে আসায় সহজে স্থানীয় উপকরণ দিয়ে মাছ ধরা যায়;

- সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বিলে ব্যাপক আকারে ও বিশৃংখলভাবে মাছ ধরার ঘটনা ঘটেনি।

০৩। সচিব (রুটিন দায়িত্ব) বলেন, যেহেতু প্রতিবছর এ ধরণের ঘটনা ঘটার প্রবণতা রয়েছে সেহেতু সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে অবহিত। তাই এ বিষয়ে জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করত: প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যতে এই ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব যেন না হয় সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি হাওড় অঞ্চলে মাছ যেমন জরুরি একই সাথে মা মাছ রক্ষাসহ মাছের উৎপাদন ও প্রজননের পরিবেশ রক্ষা নিশ্চিত করা দরকার। এক্ষত্রে, শুষ্ক মৌসুমে বাঁশ কিংবা অন্যকিছুর সাহায্যে ইজারাভুক্ত বিলের সীমানা চিহ্নিত করা যেতে পারে যাতে করে বর্ষার সময়ে ইজারা গ্রহীতা তাদের লীজভুক্ত অংশের বাইরে মাছ ধরতে না পারে কিংবা অন্যদের মাছ ধরাকে বাধাঁগ্রস্ত না করতে পারে। সেইসাথে, যে যে হাওড়ে/বিলে এখনো অভায়াশ্রম ঘোষণা করা হয়নি সেগুলো দ্রুত চিহ্নিত করে অভায়াশ্রম ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় বলে তিনি বলেন।

০৪। সভাপতি বলেন, সম্প্রতি কয়েকটি হাওড়ে হাজার হাজার মানুষ/ মৎস্যজীবী কর্তৃক বিলের মাছ "লুট" বা "শিকার" এর যে রিপোর্ট বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেখানে এই ঘটনাঁর পিছনে তাদের দীর্ঘদিনের মাছ ধরার অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়নি। তবে কারণ যাই হোক, নির্বিচারে ও অপরিকল্পিতভাবে মাছ ধরার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের ক্ষতি সমর্থনযোগ্য নয়। অন্যদিকে, মাঠ পর্যায়ে মৎস্য কর্মকর্তাগণ কর্মরত রয়েছেন তথাপি এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানাও কাম্য নয়। কেননা, যে কোনো ঘটনার প্রাথমিক পর্যায়ে জানা গেলে সহজেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়, অন্যথায় তা ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তিনি বলেন, বিল/হাওড়ের উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী/মৎস্যসমিতি সকলেই যাতে উপকৃত হতে পারে সেলক্ষ্যে সমাজভিত্তিক (ইসক্লুসিভ) মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান কিংবা নীতিমালার সংশোধনের প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে, মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ, নিয়মিত মনিটরিং এবং ব্যাপক প্রচার প্রচারণা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বিল, হাওড় ইত্যাদি উন্মুক্ত জলমহালকে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন, প্রজনন ও বিচরণের "বীজতলা" হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিলসমূহে স্থায়ী অভয়াশ্রম ঘোষণা করা অত্যন্ত জরুরি। সভাপতি বলেন, যে কোনো উৎসব একটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠির সংস্কৃতির ধারক যা আবহমানকাল ধরে চলমান থাকে এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরি। তবে, উৎসবের একটি নির্দিষ্ট সময়কাল থাকে তেমনি হাওড় অঞ্চলে মাছ ধরাকে ঘিরে যে পোলো/বাওয়া উৎসব সেটিও একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উদযাপিত হয়। এর বাইরে উৎসবের নামে নির্বিচারে ও অপরিকল্পিতভাবে মাছ ধরা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

০৫। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক) সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের জলমহালে স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের নিমিত্ত উপযুক্ত জলমহাল নির্বাচন করে আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবেন;

খ) ভবিষ্যতে হাওড় অঞ্চলে নির্বিচারে ও অপরিকল্পিতভাবে মাছ ধরার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতির ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে সে লক্ষ্যে প্রতিবছর বিলের লীজের মেয়াদ শেষ হওয়া এবং নতুন লীজ প্রদানের মধ্যবর্তী শুষ্ক মৌসুমে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বয়ে একটি বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব জেলা প্রশাসকগণের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

গ) বর্ষার সময়ে ইজারা গ্রহীতাগণ যাতে তাদের লীজভুক্ত অংশের বাইরে মাছ ধরতে না পারে কিংবা অন্যদের মাছ ধরাকে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে সে লক্ষ্যে শুষ্ক মৌসুমে বিলে বাঁশ কিংবা অন্যকিছুর সাহায্যে ইজারার সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব জেলা প্রশাসকগণের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

ঘ) জলমহাল তীরবর্তী সকল সুফলভোগী মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবী সমিতি কিংবা সাধারণ জনগণ যাতে জলমহালের সুবিধা হতে বঞ্চিত না হন এবং লীজ গ্রহীতার আড়ালে কোনো ক্ষমতাশালী এবং প্রভাবশালী মহাজনরা যাতে অবৈধ প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে লক্ষ্যে সমাজভিত্তিক (ইসক্লুসিভ) মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাতে হবে;

ঙ) হাওড় অঞ্চলের মৎস্য সম্পদের সুরক্ষা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং দেশী প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে মৎস্য অধিদপ্তর আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ সহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি পর্যালোচনা করত প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে;

চ) হাওড় অঞ্চলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে উদযাপিত পোলো/বাওয়া উৎসবের নামে কেউ যাতে নির্বিচারে ও অপরিকল্পিতভাবে মাছ ধরতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ ও সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন এবং স্ব স্ব জেলা প্রশাসকগণ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

ছ) হাওড় অঞ্চলের জলাভূমিতে মা মাছ রক্ষাসহ মাছের উৎপাদন ও প্রজননের পরিবেশ রক্ষার্থে ভবিষ্যতে শুষ্ক মৌসুমে হাওড় অঞ্চলে নির্বিচারে ও অপরিকল্পিতভাবে মাছ ধরাকে প্রতিহত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা (মাইকিং, পোস্টার/লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ, সভা/সেমিনার আয়োজন ইত্যাদি) করবে; এবং

জ) ভবিষ্যতে শুষ্ক মৌসুমে হাওড় অঞ্চলে নির্বিচারে ও অপরিকল্পিতভাবে মাছ ধরার ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ ও সিনিয়র/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ তা প্রাথমিক পর্যায়েই মৎস্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ করবেন। একইসাথে স্ব স্ব পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

(ঝ) শুষ্ক মৌসুমে হাওড় অঞ্চলে নির্বিচারে ও অপরিকল্পিতভাবে সেচের মাধ্যমে মাছ ধরা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সিনিয়র/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৬। পরিশেষে, আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত প্রদানের জন্য সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ : ১৯/০৩/২০২৫ খ্রি.
(ফরিদা আখতার)
উপদেষ্টা

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.৯৯.০০৩.২২-৫৩

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ২০ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১. অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২. মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা;
০৩. যুগ্মসচিব (মৎস্য অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৪. উপপরিচালক, বিভাগীয় মৎস্য অফিস, ময়মনসিংহ/সিলেট;
০৫. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিলেট/সুনামগঞ্জ/মৌলভীবাজার/হবিগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/নেত্রকোনা/ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

DD (FRC)

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য);
০২. সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় [সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য];
০৩. সিস্টেম এনালিস্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৪. অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৫. অফিস কপি।

Parag
২০/০৩/২০২৫
(ছাইদা আক্তা র পরাগ)
উপসচিব